যুগান্তর

তারিখ ...21 FEB 2015 —
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৩-৪...

এবার এসএসসিতে বেড়েছে নকল

গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
শিক্ষার্থী বহিষ্কার ৪৭৪
১০১ শিক্ষকের দণ্ড

যুগান্তর রিপোর্ট

ছুটির দিনে শুক্রবার এসএসসি ও সমমানের পঞ্চম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন এসএসসিতে গণিত, দাখিলে ইংরেজি আর কারিগরিতে রসায়নের পরীক্ষা ছিল। ওই তিনটিই তুলনামূলক কঠিন বিষয় হিসেবে পরিচিত। যে কারণে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উদ্বেগ আর আতংক নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে। প্রশ্নপত্র তুলনামূলক কঠিন হওয়ায় অনেকেই খারাপ মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

পটুয়াখালীর বাউফলের কালাইয়া হায়াতুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী ফয়জুল ইসলাম জানায়, 'গণিতে রচনামূলক ও অবজেকটিভ দুটি ভাগে প্রশ্ন হয়েছে। ৬০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্ন মোটামুটি সহজ ছিল। তবে অবজেকটিভ প্রশ্ন খুবই কঠিন হয়েছে।'

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় শুরু থেকেই নকলপ্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। আর সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হচ্ছে শিক্ষকদের নকল সরবরাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। এমন ঘটনায় শুক্রবারও ৩ শিক্ষককে কারা এবং অর্থ উভয় ধরনের দণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া নকল করতে না পেরে ও বহিষ্কার হওয়ার ক্ষোভে ময়মনসিংহের ভালুকায় যানবাহনে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গেল

নকল : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

নকল : বেড়েছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় শুক্রবারের পরীক্ষায়ও অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা ছিল বেশি। এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই বহিষ্কারের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় ফোরাম 'আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি' জানিয়েছে, অসদুপায় অবলম্বন ও এতে সহায়তার দায়ে এদিন সারা দেশে ১২৪ শিক্ষার্থী এবং ১৬ শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। মোট ৪ হাজার ৯০৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে যাননি।

সরকারি তথ্যমতে, শুক্রবার পর্যন্ত মোট বহিষ্কার হলেন ৪৭৪ শিক্ষার্থী ও ৪১ শিক্ষক। এর বাইরে ২৯ শিক্ষক রয়েছেন যাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এছাড়া সরবরাহের জন্য নকল তৈরিকালে সিরাজদিখানে ৯ জনসহ মোট ১০ শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। এ পর্যন্ত আরও ৭ জনকে জেল-জরিমানা দেয়ার ঘটনা রয়েছে। পরীক্ষাজনিত অপরাধে এ পর্যন্ত ৭৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এর বাইরে আরও ১৪ শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি, বহিষ্কারসহ অন্য শাস্তি দেয়ার ঘটনা রয়েছে। সেই হিসাবে সব মিলিয়ে ১০১ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জানা গেছে, পরীক্ষায় নকলের বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় কমিটি যে তথ্য দেয়, তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা শুক্রবার কুমিল্লা বোর্ডের অধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ফরদাবাদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. ইউছুফ ভূঁইয়া ও পূর্বহাটি ক্যাপ্টেন এবি তাজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের জাফর আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। কিন্তু এ বিষয়টি কুমিল্লা বোর্ডের প্রতিবেদনে নেই। দায়িত্বে অবহেলার কারণে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সচিব আনোয়ারা বেগম এবং বোয়ালখালী উপজেলার গোমদণ্ডি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাঈনুল আবেদিন নাজিমকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটিও প্রতিবেদনে নেই।

কুড়িগ্রামের উলিপুর এমএস স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে নকলে সহায়তার দায়ে শফিউল আলম ও আবদুল হামিদকে বহিষ্কার ও চান মিয়া নামে এক পিয়নকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ বিষয়টিও দিনাজপুর বোর্ডের প্রতিবেদনে নেই।

আবার ১৪ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাসা বোর্ডে ২ শিক্ষকের বহিষ্কারের তথ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জেই এক ঘটনায় ৬ শিক্ষককে জেল-জরিমানা ও বহিষ্কারের ঘটনা রয়েছে। এদের মধ্যে নিশানবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার শহিদুল ইসলাম পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা, বিবি আমেনা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আলী হায়দারের বিরুদ্ধে এক ছাত্রের খাতায় লিখে দেয়ার দায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর ৪ শিক্ষককে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়। এভাবে অনেক ঘটনাই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এদিকে শুক্রবারের পরীক্ষায়ও শিক্ষকদের বেশকিছু দণ্ডাদেশ দেয়ার ঘটনা রয়েছে। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা প্রতিনিধি জানান, উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কেন্দ্রের এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নকলে সহায়তার দায়ে কেন্দ্র সচিব কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌস রহমানকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার এবং তালসারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছানোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার ছাড়াও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

মির্জাগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, উপজেলার দাখিল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকল দেয়ার দায়ে সহকারী শিক্ষক নাসিরউদ্দিনকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নকল দেয়ার দায়ে সহকারী শিক্ষক ইউনুস গাজীকে ১ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

সিলেট ব্যুরো জানায়, গোয়াইনঘাট দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে মাওলানা মাহমুদুল হাসান নামে এক শিক্ষককে দায়িত্বে অবহেলার কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে। কুলাউড়া প্রতিনিধি জানান, কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে মহিবুর রহমান, জালালাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আবদুস ছামাদ, স্বপন কুমার বিশ্বাস, মেহেদী হাসান, জিল্লুর রহমান ও আজিজুর রহমানকে বহিষ্কার করা হয়। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, ফুলবাড়িয়া আলহেরা একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয় দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষক হারুন অর রশিদ, আবদুল কুদ্দুছ, রহিমউদ্দিনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি জানান, উপজেলার ফুলবাড়িয়া আক্কেল আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এসএসসির গণিত পরীক্ষা শুক্রবার পরিদর্শন করেন ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার ড. সেকান্দর কুমার চন্দ, উপপরিচালক ফজলে এলাহী ও উপসচিব (প্রশাসন) নাজমুল হক। এ সময় নকল করার অপরাধে তিন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং নকলে সহায়তা করায় দুই শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করার অপরাধে কেন্দ্র সচিবসহ ১২ শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ জানান, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ২২ শিক্ষার্থী ও ৫ শিক্ষক, রাজশাহী বোর্ডে ৫ শিক্ষার্থী, কুমিল্লায় ২০ শিক্ষার্থী, যশোরে ৮ শিক্ষার্থী ও ৫ শিক্ষক, চট্টগ্রামে ২ শিক্ষার্থী, সিলেটে ১৭ শিক্ষার্থী ও ৬ শিক্ষক, বরিশালে ৬ শিক্ষার্থী, দিনাজপুরে ৮ শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা বোর্ডে ১৩ শিক্ষার্থী ও ১ শিক্ষক এবং কারিগরিতে ২৬ শিক্ষার্থী ও ১ শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। এদিকে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া প্রতিনিধি জানান, নকল দিতে গিয়ে রুস্তম আলী নামে এক কিশোর এবং ফারুক হোসেন নামে এক যুবক আটক হয়েছে। এদের মধ্যে রুস্তমকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ফারুককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।